ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

'সিংহাম'র মতো সিনেমা সমাজে ভুল বার্তা দিচ্ছে'

পৃঃ ৫

ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে কাকে ধন্যবাদ জানালেন সূর্যকুমার?

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২৬৭ ● কলকাতা ● ১০ আশ্বিন, ১৪৩০ ● বৃহস্পতিবার ● ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

হাইকোর্টের কাজে হস্তক্ষেপ!

সিবিআইয়ের বিচারককে বদলির নির্দেশ বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : বিচারক বনাম বিচারপতি!বুধবার এমনই নজিরবিহীন ঘটনার সাক্ষী থাকল কলকাতা হাইকোর্ট। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় হাইকোর্টের নির্দেশে হস্তক্ষেপ করছেন সিবিআই স্পেশাল কোর্টের বিচারক অর্পণ চট্টোপাধ্যায়। ভরা এজলাসে এমনই পর্যবেক্ষণ কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের। আদালতের পর্য়বেক্ষণ, ওই পদটি এখন ফাঁকা রয়েছে। ওই বিচারক অন্তর্বর্তী দায়িত্বে রয়েছেন। তাই ওই পদটিতে ৪ অক্টোবরের মধ্যে নতুন বিচারককে বসাতে হবে।

এরপরই বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশ, বিচারক অর্পণ চট্টোপাধ্যায় নিয়োগ দুর্নীতির আর কোনও মামলা শুনতে পারবেন না।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সম্প্রতি সিবিআই এবং ইডি অফিসারদের হেনস্থা করার অভিযোগ ওঠে কলকাতা পুলিশের বিরুদ্ধে। ওই মামলাতেই এদিন আলিপুর বিশেষ আদালতের বিচারকের বিরুদ্ধে মুখ খোলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় ।এখানেই না থেমে সংশ্লিষ্ট বিচারককে অবিলম্বে বদলি করারও নির্দেশ

এরপর ৩ পাতায়

নিজ্জর নিয়ে পশ্চিমকে কঠোর বার্তা বিদেশমন্ত্রীর

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : নিজ্জর ইস্যুতে পশ্চিমের দেশগুলিকে নাম না করে একহাত নিলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর । মঙ্গলবার রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ অধিবেশনে তিনি বলেন, রাজনৈতিক সুবিধার কথা চিন্তা করে সন্ত্রাসবাদ এবং মৌলবাদকে মদত দেওয়া অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলানোকে ভারত ভালো চোখে দেখছে না।কূটনৈতিক মহলের মতে, জি ২০ সামিটের সাফল্য নিয়ে মোদিকে যখন বিজেপি বিশ্বগুরু বলে পরিচিত করাতে ব্যস্ত, তখন হরদীপ হত্যাকাণ্ডকে সামনে রেখে পশ্চিমের দেশগুলি ভারতের উপর চাপ বাড়াচ্ছে। জি ২০ সামিটে মোদি চন্দ্রযান অভিযানের সাফল্যকেও বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার ক্ষেত্রে কোনও খামতি রাখেননি। এই অবস্থায় হরদীপ কাণ্ড কিছুটা হলেও ব্যাকফুটে এনে ফেলেছে সাউথ ব্লককে।কিছু দেশ তাদের মতো করে এজেন্ডা তৈরি করবে, তা অনির্দিষ্টকাল ধরে চলতে পারে না।

এরই মধ্যে এক ব্রিটিশ সংবাদপত্রে বলা হয়েছে, কানাডায় খলিস্তানি নেতা হরদীপ সিং নিজ্জর হত্যায় ভারতের যোগ নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সহ পশ্চিমের অনেক রাষ্ট্রনেতাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে তাঁদের উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন। দিল্লিতে জি ২০ সামিটের সময়ই তাঁদের কথা হয় মোদির সঙ্গে। ওই সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, বিশ্বের পাঁচ চোখ বলে পরিচিত আমেরিকা, ব্রিটেন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডের গোয়েন্দা তথ্য বিনিময় সংক্রান্ত সংস্থার কর্তারাও নাকি মোদির কাছে এই প্রসঙ্গে তুলেছিলেন। বাকি চার দেশই কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোকে উস্কানি দেয়।

মঙ্গলবার এই সংক্রান্ত সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বিদেশমন্ত্রী বলেন, আমি পাঁচ চোখের কেউ নই। আপনারা ভুল লোককে ভুল প্রশ্ন করেছেন।

পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের উপর অসন্তুষ্ট আদালত,

জরিমানা হাজার টাকা

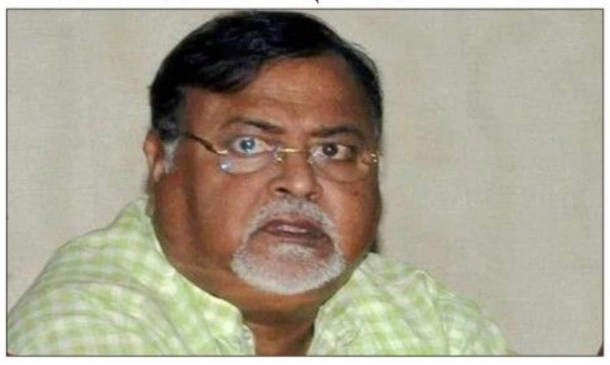

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের উপর অসন্তুষ্ট আদালত। প্রতিদিনই চার্জশিটের কপি চাইছেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর আইনজীবী। একবার সেই আবেদন খারিজ করেছিলেন বিচারক। তার পরেও বুধবার একই আবেদন জানান তাঁর আইনজীবী। তখনই পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে ১ হাজার টাকা জরিমানা করেন আলিপুর আদালতের বিচারক ।গ্রেপ্তারির সময় রাজ্যের মন্ত্রী ছিলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। নিয়ম অনুযায়ী মন্ত্রী গ্রেপ্তার হলে চার্জশিটে রাজভবনের অনুমোদনের প্রয়োজন। কিন্তু সিবিআই চার্জশিট তৈরি করলেও তাতে রাজ্যপালের অনুমোদন মিলছিল না। ফলে তা গ্রহণ করছিল না আদালত। বৃহস্পতিবার আদালতে সিবিআই জানাল, অবশেষে অনুমোদন দিয়েছে রাজভবন। এবার আদালতের পরবর্তী যা পদক্ষেপ করার তা করতে পারে। উল্লেখ্য, চার্জশিট এখন আদালত গ্রহণ করেনি। তাই তার কপি এখনও পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে কপি দেওয়া সম্ভব হয়নি।

এদিনও আদালতে জামিনের আর্জি জানিয়েছিলেন নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত পার্থ চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু এদিনও সেই আবেদন খারজি করে দেন বিচারক। আগামী ১১ অক্টোবর পর্যন্ত তাঁকে জেলেই থাকতে হচ্ছে।

দেড় বছরেরও বেশি সময় ধরে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিকে কেন্দ্র করে তোলপাড় বাংলা। আদালতের নির্দেশে তদন্তভার পেয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তদন্তে নেমে একে একে একাধিক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সেই তালিকায় রয়েছেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ও। গতবছর জুলাইয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে ইডি। পরবর্তীতে সিবিআই-ও গ্রেপ্তার করে তাঁকে। তৈরি করা হয় চার্জশিট। কিন্তু তা এখনও আদালত গ্রহণ করেনি।

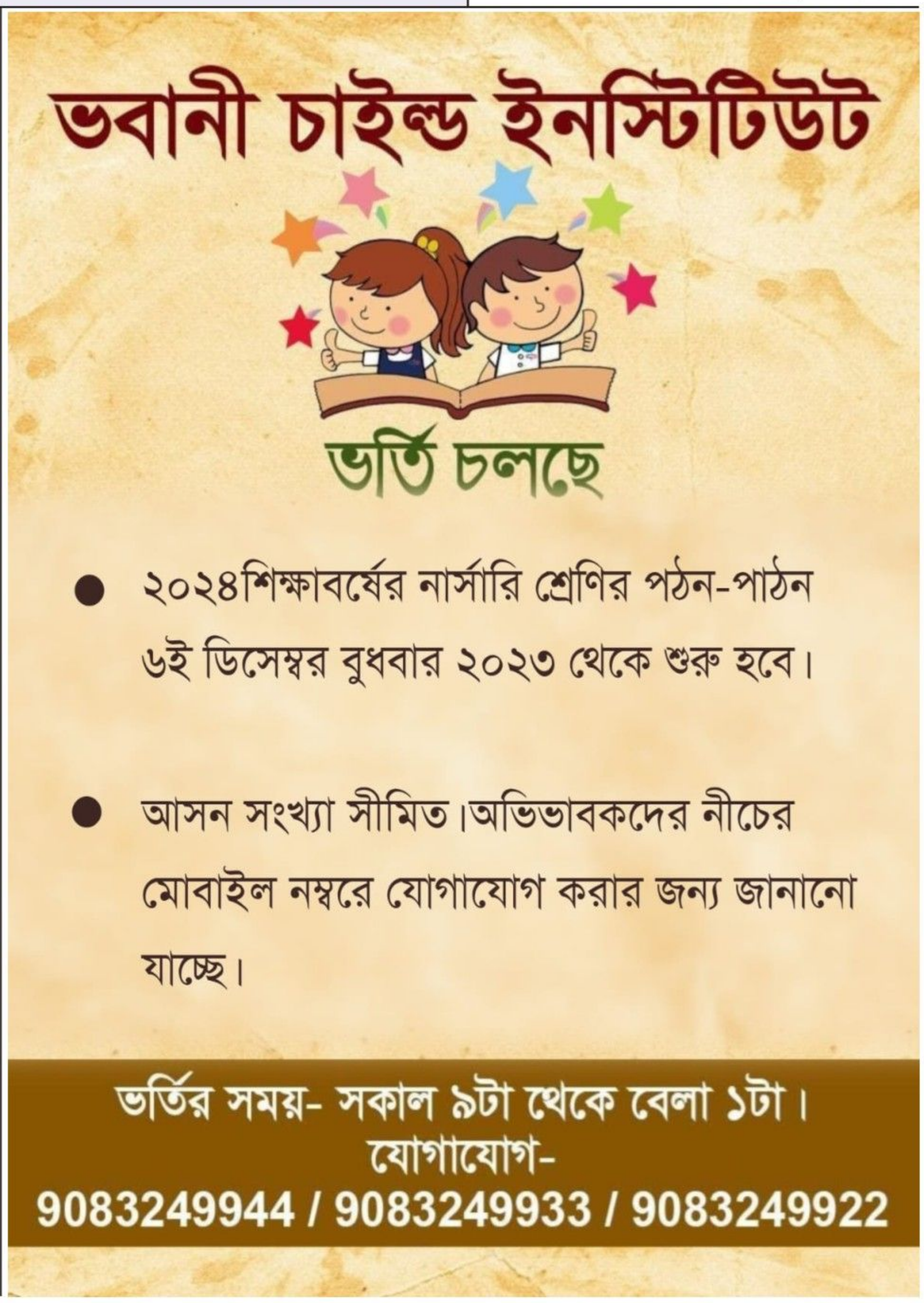

পুলিশ ও আবগারি দফতরের

গোপীবল্লভপুরের বিভিন্ন গ্রামে চোলাই মদের বিরুদ্ধে অভিযান

অরূপ ঘোষ ,ঝাড়গ্রাম: নিউজ সারাদিন : বুধবার ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর থানার অধীন আশুই, শাশড়া, বাবুড়ুমরো, বাসিয়া,বনসিমলা সহ একাধিক এলাকায় গোপীবল্লভপুর থানার পুলিশ ও আবগারী দপ্তরের কর্মীদের যৌথ উদ্যোগে চোলাই মদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয় । ওই গ্রামগুলিতে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে প্রচুর চোলাই মদ নষ্ট করে দেয় পুলিশ। বেআইনিভাবে গজিয়ে ওঠা চোলাই মদের ঠেক গুলিতে বুধবার গোপীবল্লবপুর থানার পুলিশ ও আবগারি দফতরের কর্মীরা গিয়ে তল্লাশি অভিযান চালায়। তল্লাশি অভিযান চালিয়ে ৮০ লিটার চোলাই মদ ও ৫৮০ লিটার চোলাই মদ তৈরির উপকরণসহ উদ্ধার করে নষ্ট করে দেওয়া হয়। তবে ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ ও আবগারি দফতরের কর্মীরা ওই গ্রাম গুলিতে যাওয়ার আগেই চোলাই মদের কারবারিরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায় । যার ফলে পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। ওই গ্রামগুলিতে রমরমিয়ে চলছে চোলাই মদের রমরমা ব্যবসা। ওই গ্রাম গুলি থেকে বিভিন্ন এলাকায় চোলাই মদ পৌঁছে যেত চোলাই মদ কারবারিদের মাধ্যমে । যার ফলে প্রতিনিয়ত ওই গ্রামগুলিতে অশান্তি লেগেই থাকত। তাই গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গোপীবল্লভপুর থানার পুলিশ ও আবগারি দপ্তরের কর্মীরা ওই গ্রামগুলিতে গিয়ে বুধবার সকাল থেকেই চোলাই মদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয় বলে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন নয়াগ্রাম আবগাড়ি দপ্তরের আই. সি জয়ন্ত বোস, গোপীবল্লভপুর থানার সাব ইন্সপেক্টর দেবাশীষ মাল সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা।

মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের কাছে এবং

অভিষেকের অফিসের সামনে বয়ে যায় 'বিক্ষোভের ঘূর্ণিঝড়'

নকুল কুমার মন্ডল : কলকাতা: নিউজ সারাদিন : আদালত অনুমতি দিয়েছিল মিছিল করার।আজ, কলকাতার দৃশ্য ছিলো একটু আলাদা।বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবন এবং তাঁর ভাইপো ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কার্যালয় এলাকায় পুলিশ কর্মীরা অত্যন্ত সজাগ ছিল এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, যারা বিক্ষোভ মিছিল করেছে তাদের চোখ খুঁজতে থাকে।এটিও ঘটেছিল এবং ২০০৯ সালে, যারা টেট পাশ করেছিল এবং চাকরি প্রার্থী তারা প্রতিবাদ করতে দুপুর ২ টায় কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের কাছে জড়ো হয়েছিল এবং হঠাৎ এসে রাস্তায় শুয়ে প্রতিবাদ শুরু করেছিল। কিন্তু এর আগেই বিক্ষোভকারীরা পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টায় মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের দিকে ছুটতে শুরু করলেও পুলিশের সজগ থাকায় তারা তা করতে পারেনি। একইভাবে, ক্যাম্যাক স্ট্রিটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসের কাছে গ্রুপ ডি চাকরির দাবিকারীদের মিছিল কোনও বাধা ছাড়াই সম্পন্ন হয়েছিল। এই মিছিলে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি সাংসদ ও বিরোধী দলীয় নেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং কংগ্রেস নেতা কৌস্তুভ বাগচি। এই কথিত অরাজনৈতিক মিছিলে উপরোক্ত দুই নেতার অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হচ্ছে। গ্রুপ ডি চাকরির দাবিতে আজ বিকেলে কলকাতায় মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছে। থিয়েটার রোড ও ক্যামাক স্ট্রিটের মোড় থেকে শুরু হয়ে মিছিলটি রবীন্দ্রসদন, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রোড হয়ে নিজাম প্যালেসের সামনে দিয়ে হাজরা মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। কিন্তু পুলিশ ব্যবস্থার মাথাব্যথা হল হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে মিছিল ক্যাম্যাক স্ট্রিটে অবস্থিত তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জির অফিসের

এরপর ৩ পাতায়

লাভা নিয়ে এল ব্লেজ প্রো 5wR যেখানে রয়েছে

রঙ বদলানো ব্যাক প্যানেল; EIS সাপোর্ট-সহ 50 MP ডুয়াল অও রিয়ার ক্যামেরা

● এই স্মার্টফোনে আছে ওয়াইডভাইন L1-এর সাপোর্ট-সহ 6.78" 120 H-পাঞ্চ হোল ডিসপ্লে এবং (8+8*) র‍্যাম-সহ 128এই রোম
● সুপারফাস্ট MTK D6020 প্রসেসরের ক্ষমতাসম্পন্ন এই ফোনের পিছনে আছে ইআইএস থাকা 50 MP ক্যামেরা এবং 5000mAh-এর ব্যাটারি, টাইপ সি পোর্ট ও 33W ফাস্ট চার্জিং

Kolkata 27th September, 2023: নিউজ সারাদিন : ভারতীয় স্মার্টফোন ব্র্যান্ড লাভা, মাত্র 12,499 টাকায় তাদের বহুল প্রত্যাশিত সাম্প্রতিক স্মার্টফোন - লাভা ব্লেজ প্রো 5G উদ্বোধন করতে পেরে রোমাঞ্চিত। স্মার্টফোনের পারফরম্যান্স এবং ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতাকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে চলেছে সুপার-ফাস্ট MediaTek Dimensity 6020 প্রসেসরের ক্ষমতায় বলীয়ান ব্লেজ প্রো 5জি। ব্লেজ প্রো 5জি ব্লোটওয়্যারমুক্ত অ্যান্ড্রয়েড 13 অপারেটিং সিস্টেম দ্বারা চালিত হবে। যার ভিতরে থাকছে 128 জিবি স্টোরেজ এবং 8 জিবি র‍্যাম যা 16 জিবি পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে। এটি 3রা অক্টোবর থেকে লাভার খুচরো নেটওয়ার্কের পাশাপাশি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম - অ্যামাজনেও পাওয়া যাবে।

রঙ পরিবর্তনকারী ব্যাক প্যানেলের বৈশিষ্ট্যযুক্ত এই স্মার্টফোনটি দু'টি রঙে পাওয়া যাবে - স্টারি নাইট এবং রেডিয়েন্ট পার্ল।

ব্লেজ প্রো 5-এর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এর দুর্দান্ত 6.78-ইঞ্চির 120 ঐ- ডিসপ্লে। এই চোখ ধাঁধানো স্ক্রিনটি প্রাণবন্ত রঙ, গভীর বৈপরীত্য এবং তীক্ষ্ণ ডিটেলস প্রদান করে। ফলে, এটি হয়ে ওঠে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার, গেমিং এবং অন্যান্য উৎপাদনশীল কাজের জন্য এক আদর্শ ক্যানভাস। ফটোগ্রাফিতে যাঁদের উৎসাহ রয়েছে তাঁরা ব্লেজ প্রো 5এ মোবাইলের উওঝ-এর সাপোর্ট থাকা 50 MP ডুয়াল রিয়ার ক্যামেরা ব্যবহার করে মুগ্ধ হবেন। মোবাইলের সামনে আছে ক্রিন ফ্ল্যাশ-সহ 8MP ক্যামেরা। স্মার্টফোনের উন্নত ক্যামেরা সফটওয়্যারটি AI-চালিত অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে ছবিগুলিকে আরও উন্নত করে ও প্রতিটি ছবিকে নিখুঁত করে তোলে।

এছাড়াও, স্মার্টফোনটিতে থাকছে একটি 5000 mAh ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যাটারি, যা দ্রুত চার্জ করার জন্য বাক্সেই দেওয়া আছে 33W Type-C চার্জার। ফলে ফোনের ব্যাটারির চলে দীর্ঘক্ষণ।

লাভা ব্লেজ প্রো 5G অ্যান্ড্রয়েড 13-G চলে যা ব্যবহারকারীদের এক নিরবচ্ছিন্ন এবং সহজ ইন্টারফেস প্রদান করে। ব্যবহারকারীদের একটি পরিচ্ছন্ন এবং ব্লোটওয়্যার ফ্রি অ্যান্ড্রয়েড অভিজ্ঞতা প্রদান করার পাশাপাশি ব্লেজ প্রো 5wR দিচ্ছে 'বাড়িতে বিনামূল্যে পরিষেবা' পাওয়ার সুবিধা যেখানে গ্রাহকদের ঘরের দোরগোড়ায় পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হয়। কোনও সামগ্রীর ডিজাইন তৈরি করা বা তা লঞ্চ করার আগে লাভা গ্রাহককেই প্রাধান্য দেয়। 'বাড়িতে বিনামূল্যে পরিষেবা' পাওয়ার এই বৈশিষ্ট্য উচ্চতর গ্রাহক পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে লাভার দায়বদ্ধতাকে নিশ্চিত করে।

গ্রাহকরা ফোনের ওয়ার‍্যান্টির মেয়াদকালের মধ্যে এই পরিষেবাটি পেতে পারেন। বাড়িতে পরিষেবা পেতে এখানে ক্লিক করুন: https://www.lavamobiles.com/lava_service_at_home/

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে, সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

পশ্চিমবঙ্গের ২২টি শহরে 'পুজোয় পালস'

চালু করতে ডিএস গ্রুপ TV9বাংলার সাথে সম্মিলিতভাবে কাজ করছে

দুর্গা পূজার প্রাণবন্ত উদ্দীপনা উপভোগ করুন যেখানে সংস্কৃতি, সম্প্রদায় এবং ক্যান্ডি একত্রিত!

Kolkata, 26th September 2023: নিউজ সারাদিন : ডিএস গ্রুপ, একটি মাল্টি-বিজনেস কর্পোরেশন এবং একটি শীর্ষস্থানীয় এফএমসিজি গোষ্ঠী পশ্চিমবঙ্গে 'পুজোয় পালস' প্রচারাভিযান চালু করতে ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের পছন্দের চ্যানেল TV9 বাংলার সাথে সহযোগিতা করে। ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩ থেকে শুরু হওয়া দুটি বিশেষভাবে ডিজাইন করা ক্যান্টার কলকাতা থেকে শুরু হবে এবং ২২টি শহর অতিক্রম করবে এবং প্রচারাভিযানের অংশ হিসাবে আইকনিক এবং উৎসবের স্থানে যাত্রার বিরতি করবে। পুরো যাত্রা জুড়ে, অংশগ্রহণকারীরা আকর্ষণীয় ব্র্যান্ড-সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য তাৎক্ষণিক পুরস্কার সহ এমসিদের নেতৃত্বে আকর্ষণীয় প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবে। রোড শো চলাকালীন, TV9 রিপোর্টাররা ক্যান্টারগুলির (ধীর গতিতে যাত্রা) সাথে থাকবেন, পালস ক্যান্ডির সীমাহীন মজাদার উদ্দীপনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে পূজা উৎসবে অংশগ্রহণকারীদের স্পন্দন ক্যাপচার করবেন।

এই ক্যান্টারগুলির প্রধান আকর্ষণ হল তাদের উপর লাগানো লাইফ-সাইজ পালস ক্যান্ডি প্রোটোটাইপ, আসল পালস ক্যান্ডিতে পূর্ণ, যা সকলের জন্য একটি মনোমুগ্ধকর দৃশ্য তৈরি করে। এই ক্যান্টারগুলিতে এমসি প্রত্যেককে একটি কিউআর কোড স্ক্যান করতে এবং 'পুজোয় পালস' প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করবে, যেখানে অংশগ্রহণকারীকে অবশ্যই প্রোটোটাইপে ভরা আসল পালস ক্যান্ডির সংখ্যা অনুমান করতে হবে। এই প্রতিযোগিতার ৩ জন ভাগ্যবান বিজয়ী আকর্ষণীয় পুরস্কার জেতার সুযোগ পাবেন। উপরন্তু, কলকাতার নির্বাচিত দুর্গা পূজা প্যান্ডেলগুলিতে, অর্থপূর্ণ মিথস্ক্রিয়াকে সহজতর করার জন্য ব্র্যান্ডেড উপাদানগুলির একটি বিশেষ 'পালস জোন' স্থাপন করা হবে।

এই অনন্য উদ্যোগের কথা ঘোষণা করে, মিঃ অরবিন্দ কুমার, জেনারেল ম্যানেজার, ডিএস ফুডস লিমিটেড (কনফেকশনারি) প্রকাশ করেন,"ডিএস গ্রুপ দুর্গা পূজা উপলক্ষে 'পুজোয় পালস' প্রচারাভিযানের জন্য TV9-এর সাথে অংশীদার হতে পেরে রোমাঞ্চিত, যা উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে উদযাপিত হয় এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রাণকে তুলে ধরে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে, আমরা আমাদের ব্র্যান্ড এবং আমাদের প্রিয় ভোক্তাদের মধ্যে সংযোগ আরও গভীর করতে চাই। এই প্রচারাভিযান পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সংরক্ষণ ও উৎকর্ষ সাধনে আমাদের অবিচল নিষ্ঠার প্রমাণ।"

'পুজোয় পালস' শুধু একটি অনুষ্ঠানের চেয়েও বেশি কিছু; এই শুভ দুর্গাপূজার মরসুমে এটি পশ্চিমবঙ্গের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের প্রতি একটি শ্রদ্ধাঞ্জলি। কলকাতায় প্রচারাভিযানটি যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে, তখন এটি একটি প্রাণবন্ত উদযাপনের প্রতিশ্রুতি দেয় যা আলাপচারিতার উপাদান, প্রতিযোগীতা এবং উপহার দিয়ে পূর্ণ হবে, যাতে প্রত্যেকে সম্পূর্ণভাবে এতে জড়িত হতে পারে। উৎসবের বাইরেও, পশ্চিমবঙ্গের প্রতিমা নির্মাতাদের ব্যতিক্রমী অবদান সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'পুজোয় পালস' একটি সহানুভূতিশীল সামাজিক উদ্যোগ। এই প্রতিভাবান কারিগররা, যারা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে প্রতিমা তৈরি করেছেন, তাদের গল্পগুলিকে সামনে আনা হবে। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষ প্রতিমা নির্মাতাদের অসাধারণ অবদানকে তুলে ধরার লক্ষ্যে, এই প্রচারাভিযানটি এই সম্প্রদায়গুলির জন্য সমর্থন জোগাড় করতে এবং টেকসই জীবিকার প্রচারের চেষ্টা করে।

রক্তিম দাস, চিফ গ্রোথ অফিসার, TV9 নেটওয়ার্কের, বলেন,"আমরা পুজোয় পালস অভিযান শুরু করার সাথে সাথে এই উত্তেজনাপূর্ণ যাত্রায় আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমাদের অংশীদার পালস ক্যান্ডির ব্র্যান্ডের উদ্দেশ্য পূরণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি, আমরা এটিতে একটি সিএসআর মাত্রা যোগ করছি, যার লক্ষ্য দুর্গা প্রতিমা নির্মানকারী কারিগরদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া। TV9 বাংলা এই প্রচারাভিযানের মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্পীদের মহল থেকে প্রতিমা নির্মাতাদের অদম্য অবদানকে স্বীকৃতি দেবে।"

ক্যাম্পেইনটি TV9 বাংলা সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও তার উপস্থিতি প্রসারিত করে, যেখানে অংশগ্রহণকারীদের জন্য একটি উত্তেজনাপূর্ণ ডিজিটাল প্রতিযোগিতা অপেক্ষা করছে। অংশগ্রহণকারীদের তাদের এলাকায় ক্যান্টারটি সনাক্ত করতে হবে, ব্র্যান্ডেড গাড়ির সাথে একটি সেলফি তুলতে হবে এবং হ্যাশট্যাগ #চঁলডুচঁষংব ব্যবহার করে সেলফিটি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিতে সেলফি শেয়ার করতে হবে।

এছাড়াও, সোশ্যাল মিডিয়ায় রিয়েল-টাইম আপডেটগুলি রোড শো ক্যাপসুল, প্রচারাভিযানের ক্রিয়াকলাপ, বিজয়ী ঘোষণা এবং প্রচারাভিযানের রুট এবং সময়সূচী সম্পর্কিত তথ্য শেয়ার করা হবে।

বিজেপি দেশের কর্মীদের সার্বিক কল্যাণ করছে: বিজেএমসি

জয়দীপ যাদব : কলকাতা : নিউজ সারাদিন : আজ ভারত সভা হলে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজেপি ট্রেড ইউনিয়ন রিলেশন সেলের স্বীকৃত ভারতীয় জনতা মজদুর সেল (বিজেএমসি) এর রাজ্য নেতা এবং জেলা নেতাদের সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উপরোক্ত তথ্য প্রদান করে, বিজেএমসি রাজ্য সভাপতি অর্ণব চ্যাটার্জি মিঠু দাবি করেন যে বিজেপি দেশের কর্মীদের সার্বিক কল্যাণ করছে। এই বৈঠকে বিজেপি বিধায়ক তাপসী মন্ডল, রাজ্য বিজেপির বরিষ্ঠ নেতা বিশ্বপ্রিয় রায় চৌধুরীও বক্তব্য রাখেন। উপস্থিত ছিলেন বিজেএমসির রাজ্য সহ-সভাপতি সুবীর কাঞ্জিলাল, সুরীমান মণ্ডল, তমলুক জেলা বিজেএমসি সভাপতি শ্যামল মাইতি, সৈকত জানা, শিবশঙ্কর কুন্ডু, মুন্না সোনকর, অতীন্দ্র, রানা, নৃপেন ঘোষ, উত্তর কলকাতা জেলা সভাপতি রাজু আয়েঙ্গার সহ অন্যান্য সমস্ত জেলা সভাপতি ও নেতারা।

১-ম পাতার পর

হাইকোর্টের কাজে হস্তক্ষেপ! সিবিআইয়ের বিচারককে বদলির নির্দেশ বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের

দিয়েছেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়।

এদিন নিয়োগ দুর্নীতি মামলার শুনানিতে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'আমি জানতে পেরেছি, সিবিআই স্পেশাল কোর্টের বিচারক অর্পণ চট্টোপাধ্যায় জেলে থাকা এক ব্যক্তির অভিযোগের ভিত্তিতে কলকাতা পুলিশকে তদন্ত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সিবিআই বিচারকের কোনও ভাবেই হাইকোর্টের অর্ডারে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। এটি তাঁর এক্তিয়ার বহির্ভূত কাজ। শুনেছি, বিচারক অপর্ণ চট্টোপাধ্যায়ের বদলির নির্দেশ হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। তাঁর মাথায় কারও হাত রয়েছে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ থাকছে।'এরপরই বিচারপতির নির্দেশ, আগামী ৪ অক্টোবরের মধ্যে ওই বিচারককে বদলি করাতে হবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে। ওই বিচারককে বদলি করা হল কিনা তা নিয়ে হাইকোর্টের রেজিস্ট্রারকে রিপোর্ট দিতে হবে।

পিআইবি কলকাতার আধিকারিক এবং

কর্মচারীরা স্বচ্ছতা শপথ বাক্য পাঠ

কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (পিআইবি) কলকাতার আধিকারিক এবং কর্মচারীরা আজ স্বচ্ছতা শপথ বাক্য পাঠ করেন। স্বচ্ছতা শপথ বাক্য পাঠের লক্ষ্য হল একে অপরকে স্বচ্ছতার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করে তোলা, স্বচ্ছতার জন্য প্রতি বছর ১০০ ঘণ্টা করে সময় দেওয়া এবং নাগরিকদের মধ্যে স্বচ্ছ ভারত মিশনের বার্তা প্রচার করা। ২০২৩-এর ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্বচ্ছতা পক্ষকাল পালিত হচ্ছে প্রত্যেক সরকারি দপ্তরে। এবছর আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রক এবং জলশক্তি মন্ত্রক যৌথভাবে 'স্বচ্ছতা হি সেবা' (এসএইচএস) প্রচারাভিযান (১৫.০৯.২৩ থেকে ০২.১০.২৩ পর্যন্ত) পালন করছে। বিগত ৯ বছর ধরে স্বচ্ছ ভারত মিশন আবর্জনা মুক্ত ভারতের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ বিপুলভাবে সমর্থন করেছে। স্বচ্ছতার জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে দেশের আম নাগরিক, গ্রাম পঞ্চায়েত, পৌরসংস্থা এবং বেসরকারি সংস্থাগুলি স্বচ্ছ ভারত নির্মাণে এগিয়ে এসেছে। প্রধানমন্ত্রী ১ অক্টোবর, ২০২৩-এ সকাল ১০টায় প্রকাশ্যস্থানে 'এক তারিখ, এক ঘণ্টা, এক সাথ' শীর্ষক গণ স্বচ্ছতা অভিযানে সামিল হওয়ার জন্য দেশবাসীর কাছে আবেদন রেখেছেন। ইতিমধ্যেই ১৩ কোটিরও বেশি নাগরিক স্বচ্ছতা পক্ষকাল-স্বচ্ছতা হি সেবা ২০২৩-এ যুক্ত হয়েছেন এবং ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়া এবং ২ অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত চলা স্বচ্ছ ভারত পক্ষকালে যোগ দিতে উৎসুক হয়েছেন।

২ পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের কাছে এবং অভিষেকের অফিসের সামনে বয়ে যায় 'বিক্ষোভের ঘূর্ণিঝড়'

কাছে দিয়ে যায়। শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী ছুটি কাটাতে স্পেনে গিয়েছিলেন এবং এখানে রাজ্যের ১০টি সংগঠনের ব্যানারে যোগ্য চাকরিপ্রার্থীরা বছরের পর বছর ধরে চাকরির দাবিতে রাস্তায় বিক্ষোভ করছেন। তাই নৈতিক সমর্থন জানাতে মিছিলে অংশ নিয়েছিলাম। কৌস্তভ বাগচীও একই প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। কংগ্রেস এবং বিজেপি রাজ্যের পাশাপাশি সর্বভারতীয় রাজনীতিতে মুখোমুখি। এই দুই দলের নেতারা এক প্লাটফর্মে একত্রিত হওয়ায় আগামী দিনে নতুন কোনো রাজনৈতিক সম্ভাবনা দেখা দেবে কি না তা নিয়েও মহড়া শুরু হয়েছে।

গুজরাটের আমেদাবাদে সায়েন্স সিটি

পরিদর্শন করলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ গুজরাটের আমেদাবাদে সায়েন্স সিটি পরিদর্শন করেছেন। রোবোটিক্স গ্যালারি, নেচার পার্ক, অ্যাকোয়াটিক গ্যালারি ও শার্ক টানেলের পাশাপাশি একটি প্রদর্শনীও ঘুরে দেখেন তিনি। এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন:

"গুজরাট সায়েন্স সিটির আকর্ষণীয় জায়গাগুলি দেখে সকালের কিছুটা সময় কাটিয়েছি। শুরু করেছি রোবোটিক্স গ্যালারি থেকে, যেখানে রোবোটিক্স-এর অপার সম্ভাবনা চমৎকারভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এই প্রযুক্তি যুব সমাজের মধ্যে যেরকম আগ্রহের সঞ্চার করছে, তা দেখে আমার খুব ভালো লেগেছে।"

"রোবোটিক্স গ্যালারিতে ডিআরডিও রোবট, মাইক্রোবট, কৃষি রোবট, মেডিকেল রোবট, স্পেস রোবট ও আরও অনেক কিছু রয়েছে। স্বাস্থ্য পরিষেবা, উৎপাদন এবং প্রাত্যহিক জীবনে রোবোটিক্স-এর রূপান্তরকারী শক্তি কতটা প্রভাব ফেলতে পারে, তা এই মনকাড়া প্রদর্শনী থেকে স্পষ্ট।"

"রোবোটিক্স গ্যালারির ক্যাফে-তে রোবটদের পরিবেশন করা এক কাপ চাও খেয়েছি।"

"গুজরাট সায়েন্স সিটির ব্যস্ত পরিবেশের মধ্যে নেচার পার্ক হল অসাধারণ সুন্দর এক শান্ত নিরিবিলি জায়গা। প্রকৃতি প্রেমিক ও উদ্ভিদবিদদের এটি অবশ্যই দেখা উচিত। এই পার্ক কেবল জীববৈচির্ত্যের প্রচারই করে না, এক শিক্ষামূলক প্ল্যাটফর্ম হিসেবেও কাজ করে।"

"চলার পথের দু'ধারে অসামান্য বৈচির্ত্যপূর্ণ অভিজ্ঞতার সম্ভার, পরিবেশ সংরক্ষণ ও সুস্থিতির পাঠ দেয়। ক্যাকটাস গার্ডেন, ব্লক প্ল্যান্টেশন, অক্সিজেন পার্কের মতো অন্য আকর্ষণীয় জায়গাগুলিও ঘুরে দেখার মতো।"

"সায়েন্স সিটির অ্যাকোয়াটিক গ্যালারি জুড়ে জলজ জীববৈচির্ত্য ও সামুদ্রিক বিস্ময়ের উদযাপন। এর মধ্য দিয়ে আমাদের জলজ বাস্তুতন্ত্রের সূক্ষ্ম অথচ গতিশীল ভারসাম্য ফুটে উঠেছে। এটি কেবল এক শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতাই নয়, জলের নিচে থাকা জগতের সংরক্ষণ ও সেই জগতের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব গড়ে তোলার আহ্বানও বটে।"

"শার্ক টানেলে বিভিন্ন প্রজাতির হাঙরদের বৈচির্ত্যপূর্ণ প্রদর্শন চমক লাগিয়ে দেওয়ার মতো। এই টানেলের মধ্যে দিয়ে গেলে আপনি সামুদ্রিক জীবনের অসামান্য বৈচির্ত্য দেখে মুগ্ধ হয়ে যাবেন। এটি সত্যিই চিত্তাকর্ষক।"

"এটি ভারি সুন্দর!"

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন গুজরাটের রাজ্যপাল শ্রী আচার্য দেবব্রত এবং মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল।

সুপ্রিম কোর্টকে অন্তত বিশ্বাস করুন',

সার্চ কমিটি তৈরি নিয়ে মন্তব্য শীর্ষ আদালত

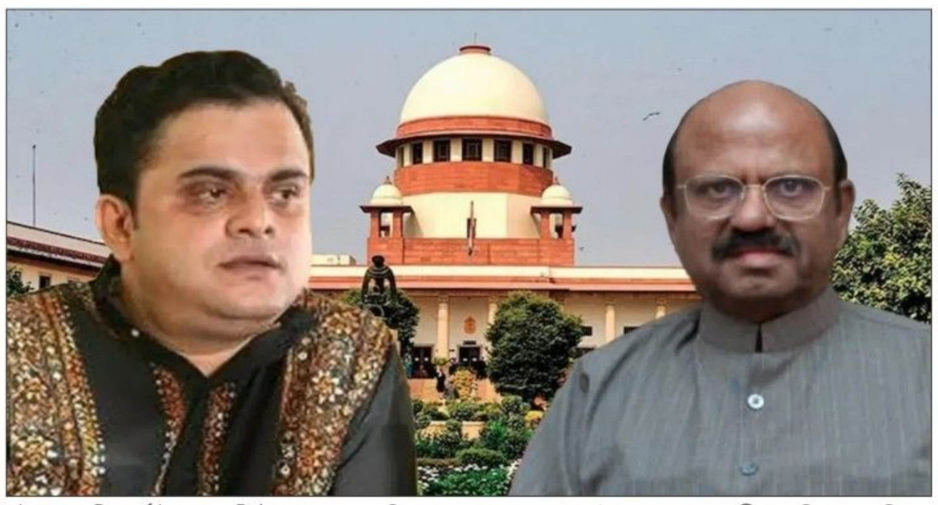

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজ্য ও রাজ্যপালের সংঘাতের মাঝেই হস্তক্ষেপ করেছে শীর্ষ আদালত। উপাচার্য নিয়োগের জন্য সার্চ কমিটি তৈরি করে দেওয়া হবে বলে আগেই জানিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। এবার সেই মামলায় আরও বেশ কিছু তথ্য চাইল আদালত। শুধু তাই নয়, সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, 'কোনও পক্ষকে বিশ্বাস না করলে সুপ্রিম কোর্টকে অন্তত বিশ্বাস করুন।' রাজ্যে যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আছে তার তালিকা, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কোন কোন বিষয় পড়ানো হয়, সেই তথ্য জানাতে হবে সুপ্রিম কোর্টে।বিশেষত ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মতো বিশেষ বিষয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে যাতে নির্দিষ্ট বিশেষজ্ঞ সার্চ কমিটিতে থাকেন, সেজন্যই বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, শিক্ষাবিদ এবং আইনজ্ঞদের নামের তালিকা নতুন করে চাওয়া হয়েছে।

ইতিমধ্যেই নাম জমা দেওয়া হয়েছে আদালতে। এছাড়াও কমিটিতে রাখা যেতে পারে এমন বিখ্যাত বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, শিক্ষাবিদ, আইন বিশেষজ্ঞদের তালিকা চাইল সুপ্রিম কোর্ট। ৪ অক্টোবরের মধ্যে যাবতীয় নথি জমা দিতে হবে। পরবর্তী শুনানি ৬ অক্টোবর। সুপ্রিম কোর্টের দায়িত্বে সার্চ কমিটি তৈরি হলে উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে জট কাটবে বলে মনে করা হচ্ছে।শুধু তাই নয়, রাজ্য এই মুহূর্তে উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে কী নিয়ম আছে, সেই নিয়মে কোনও পরিবর্তন করা হয়েছে কি না, তাও জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সব নথি জমা দিতে হবে সুপ্রিম কোর্টে।

রাজ্যে সম্প্রতি বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরপর অস্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করেছেন রাজ্যপাল তথা আচার্য সি ভি আনন্দ বোস। শিক্ষা দফতরকে না জানিয়েই তাঁদের নিয়োগ করা হয়েছে বলে অভিযোগ তোলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। সেই সংঘাতের শুরু। আগের শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছিল, আদালতই একটি সার্চ কমিটি তৈরি করে দেবে। সেই কমিটি উপাচার্য নিয়োগ করবে। কমিটিতে কারা থাকবেন, সেই নামের প্রস্তাব দিতে বলা হয়েছিল রাজভবন, রাজ্য শিক্ষা দফতর ও ইউজিসি-কে।

এদিন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তের ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছে, কোনও পক্ষের মনোনীত বিশেষজ্ঞই কমিটিতে বাড়তি গুরুত্ব পাবে না। হাইকোর্টের নির্দেশ, কোনও 'ইলেকশন প্রসেস' নয়, 'সিলেকশন প্রসেস'-এর মাধ্যমে হবে উপাচার্য নিয়োগ। সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, 'যদি কোনও পক্ষকে যদি বিশ্বাস করতে না পারেন, অন্তত সুপ্রিম কোর্টকে বিশ্বাস করুন।'

রাষ্ট্রীয় পোষণ মাস, ২০২৩-এর আওতায় উন্নত পুষ্টির লক্ষ্যে

জন-আন্দোলন জারি রাখার অন্যতম প্রধান মঞ্চ হল পোষণ পঞ্চায়েত

নয়াদিল্লি, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : রাষ্ট্রীয় পোষণ মাস, ২০২৩-এর আওতায় উন্নত পুষ্টির লক্ষ্যে যে জন-আন্দোলন চলছে, তা জারি রাখার অন্যতম প্রধান মঞ্চ হল পোষণ পঞ্চায়েত। স্থানীয় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি থেকে স্বাস্থ্য ও পুষ্টিগত পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে। একইসঙ্গে, পুষ্টি সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচারও চলছে। গ্রাম, মহকুমা ও জেলাস্তরে প্রচার ও চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে, প্রতিটি বাড়িতেও যাওয়া হচ্ছে। পুষ্টি সংক্রান্ত সামগ্রিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে এই কর্মসূচিতে সামিল করা হয়েছে। এই অভিযানের লক্ষ্য হল, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত স্তরে পুষ্টি সংক্রান্ত সচেতনতা গড়ে তোলায় উৎসাহ দেওয়া। সক্ষম অঙ্গনওয়াড়ি ও পোষণ ২.০ মিশনেও এই লক্ষ্যকেই সামনে রাখা হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় পোষণ মাস, ২০২৩-এর মূল ভাবনা হল, 'মিশন লাইফ'-এর মাধ্যমে পুষ্টির উন্নতি ঘটানো। জল সংরক্ষণ, স্থানীয়ভাবে পাওয়া যায় এমন মরশুমি ফল খাওয়া এবং দেশীয় ভেষজ ও ওষধি, যোগাভ্যাস প্রভৃতির গুরুত্ব সম্পর্কে ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা মানুষকে সচেতন করছেন। অমৃতকালে সুপুষ্টিপ্রাপ্ত ভারতের যে স্বপ্ন প্রধানমন্ত্রী দেখেছেন, তা সফল করতে পোষণ মাস, ২০২৩-এর আওতায় বিভিন্ন ধরনের কাজে সাধারণ মানুষকে বিপুল মাত্রায় সামিল করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। এজন্য গ্রাম পঞ্চায়েত ও শহরের পুরসভাগুলিকে কাজে লাগানো হচ্ছে।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ২৬৭ সংখ্যা ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বৃহস্পতিবার ১০ আশ্বিন, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

সোনা রোদ মেখে গভীর ঘুমে বিক্রম-প্রজ্ঞান, ইসরোর ডাকে আর সাড়াই দিচ্ছে না

আশার আলো নিভছে। অনেক ডাকাডাকির পরও উঠছে না চন্দ্রযান-৩-এর - ল্যান্ডার বিক্রম ও রোভার প্রজ্ঞান। ২২ সেপ্টেম্বর চাঁদের বুকে ভোরের আলো ফুটেছে। সোনা রোদ পড়েছে বিক্রম-প্রজ্ঞানের গায়ে। ১৪ দিন শেষে সূর্যের আলোয় আলোকিত হচ্ছে চাঁদের মাটি। কিন্তু তাদের ওঠার নাম নেই।ইসরোর চেয়ারম্যান এস সোমনাথ বলেন, 'ল্যান্ডার এবং রোভারের সঙ্গে কখন যোগাযোগ করা যাবে, তার নিশ্চয়তা নেই। জানি না, ওরা কখন জেগে উঠবে। হয়ত এমনও হতে পারে যে চাঁদে আঁধার নামার আগের দিনও ওরা সাড়া দিল। তবে আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। যদি ল্যান্ডার এবং রোভার ফের জেগে ওঠে তাহলে সেটাই হবে ইসরোর অন্যতম বড় সাফল্য।'পৃথিবী থেকে ডেকেই যাচ্ছে ইসরো। অ্যালার্ম বেজে কবে বন্ধ হয়ে গেছে। ঘুম আর ভাঙে না বিক্রম-প্রজ্ঞানের।

তবে কি কোমায় চলে গেল চন্দ্রযানের বিক্রম-প্রজ্ঞান? ইসরোর বিজ্ঞানীরা বলছেন, চাঁদে ১৪ দিন রাতের শেষে দিনের আলো ফের জেগে ওঠার সম্ভাবনা ছিল ল্যান্ডার ও রোভারের। সূর্যের আলোয় ফের তাদের সোলার প্যানেল অ্যাকটিভ করার চেষ্টা হয়। কিন্তু এখনও অবধি জেগে ওঠেনি তারা। আশার আলোর ক্রমশই ফয়াকাশে হচ্ছে।

২৩ সেপ্টেম্বর চাঁদের বুকে যখন সফট ল্যান্ড করে বিক্রম ও প্রজ্ঞান তখন সবে চাঁদে ভোর হচ্ছে। সূর্যের প্রথম রশ্মি গায়ে পড়তেই চনমনে হয়ে ওঠে দুই সহোদর। তারপর গোটা ১৪ দিন (পৃথিবীর হিসেবে) অর্থাত এক চান্দ্রদিন টানা চাঁদের মাটিতে কাজ করেছে। কাজে কোনও ফাঁকি দেয়নি তারা। বরং প্রতয়াশার থেকে বেশি কাজ করেছে। চাঁদের বুকে রাত্রি নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দেয় ইসরো। ল্যান্ডার বিক্রমকে 'স্লিপ মোডে' পাঠানোর আগে তার রিসিভারটিকে চালু রেখেছিল ইসরো। চাঁদে রাত কাটলে আবার যাতে তার সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়। তবে বিক্রম-রোভারের ঘুম ভাঙলেও তারা আগের মতো সক্রিয় হয়ে উঠবে কিনা তা এখনও জানা যায়নি। ইসরোর বিজ্ঞানীরা বলছেন, বিক্রম-প্রজ্ঞানের মৃত্যু হবে না। সূর্যালোকে ফের তাদের স্লিপ মোড থেকে অ্যাকটিভ করা যাবে। এখানেই ইসরোর বড় সাফল্য। এমনভাবেই বিক্রম আর প্রজ্ঞানের যন্ত্রপাতি তৈরি হয়েছে, এতটাই আধুনিক পদ্ধতিতে গড়েছেন বিজ্ঞানীরা যে ১৪ দিন নিষ্ক্রিয় থাকার পরেও জেগে উঠবে তারা। কিন্তু এখনও বিক্রম-প্রজ্ঞানের ঘুম ভাঙানো যায়নি।

চিনের ছক বানচাল!

ভারতের পাশে দাঁড়িয়ে বড় সিদ্ধান্ত শ্রীলঙ্কার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভেস্তে গেল ড্রাগনের ছক। চিনের 'নজরদারি' জাহাজকে নোঙর করার অনুমতি দিল না শ্রীলঙ্কা। ভারতের উদ্বেগের কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন দ্বীপরাষ্ট্রটির বিদেশমন্ত্রী আলি সাবরি।এদিকে, খলিস্তানি বিতর্কে 'বন্ধু' ভারতের পাশে দাঁড়িয়েছে দ্বীপরাষ্ট্রটি। কানাডাকে 'জঙ্গিদের অভয়ারণ্য' বলে তোপ দেগেছে শ্রীলঙ্কা। গত সোমবার ভারত-কানাডা কূটনৈতিক সংঘাত নিয়ে মুখ খোলেন শ্রীলঙ্কার বিদেশমন্ত্রী আলি সাবরি। নিউ ইয়র্কে সংবাদ সংস্থা এএনআইর প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'জঙ্গিদের অভয়ারণ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে কানাডা। কোনও প্রমাণ ছাড়াই বিস্ফোরক অভিযোগ করা কানাডার প্রধানমন্ত্রীর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধেও এভাবেই মিথ্যা অভিযোগ জানিয়েছিল তারা। আমাদের দেশে নাকি গণহত্যা হয়েছে। সবাই জানে শ্রীলঙ্কায় এমন কোনও ঘটনা কখনওই ঘটেনি।' এদিন কানাডার সংসদে এক প্রাক্তন নাতিসকে সম্মান জানানোর প্রসঙ্গ টেনেও ট্রুডোকে একহাত নেন শ্রীলঙ্কার বিদেশমন্ত্রী।এনিয়ে (চিনা জাহাজের গতিবিধি) দুই দেশের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই ভারত তাদের উদ্বেগের কথা জানিয়ে এসেছে। এই বিষয়ে আমরা একটি নীতিমালা তৈরি করেছি। বন্ধুদেশগুলোর সঙ্গে আলোচনা করেই এটা করেছে। সেই তালিকায় ভারতও রয়েছে।' ভারত মহাসাগরে লালফৌজের গতিবিধি নিয়ে শ্রীলঙ্কার বিদেশমন্ত্রী আরও বলেন, 'আমি যতটা জানি অক্টোবরে শ্রীলঙ্কার বন্দরে নোঙর করার অনুমতি চেয়েছিল একটি চিনা জাহাজ। এখনও পর্যন্ত আমরা তাদের অনুমতি দিইনি।'

তাতপর্যপূর্ণ ভাবে, আগামী অক্টোবর মাসেই শ্রীলঙ্কার বন্দরে নোঙর করার কথা রয়েছে শি ইয়ান ৬ নামের একটি চিনা জাহাজের। বেজিংয়ের মতে, গভীর সমুদ্রে গবেষণা চালাচ্ছে সেটি। যদিও ভারতের দাবি, চরবৃত্তিই হচ্ছে শি ইয়ান ৬-এর আসল কাজ।

বাঙালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক মহাপ্রভু চৈতন্যদেব

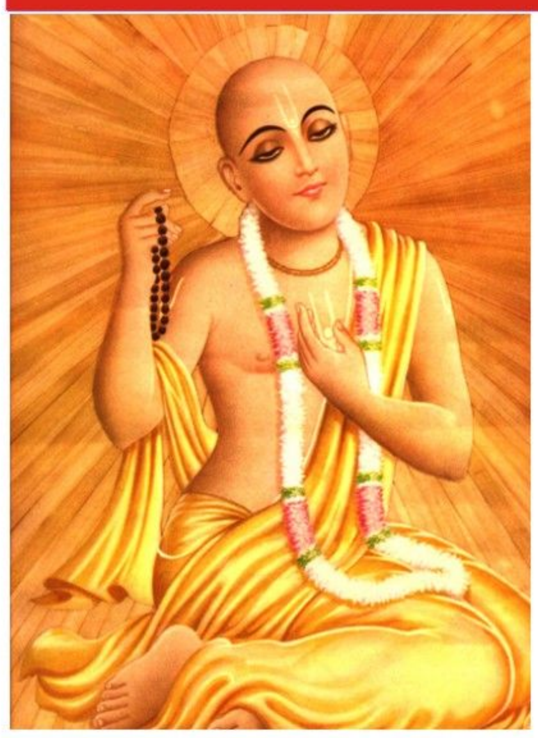

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

নবদ্বীপ শহরের ইতিহাসটা যেন একটু ভিন্ন ভাবেই রচিত করে গেছেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব। যে ইতিহাসে যুদ্ধবিগ্রহ নয়, আছে শুধু অকৃত্রিম ভালোবাসা ও ভক্তির কথা। তার পরেও তাকে ভারতবর্ষের মানুষ সহজে নিতে পারেনি, এই কলিযুগে তাকে হয়তো হত্যা করা হয়েছিল । তেমনি ইঙ্গিত পাওয়া গেছে বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

প্রতিটি কণার মধ্যে ঈশ্বর আজও বিরাজমান

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

যখন রাম মন্দির নিয়ে প্রচন্ড বিতর্ক চলছে আমি তখন আমি খুব ছোট ছিলাম শুরু করেছি ঠিক সেই সময়ে,রাম মন্দির সম্পর্কে জানার আমার মনের ইচ্ছা জেগে উঠলো আর সেই সময় আমি পৌছালাম অযোধ্যা।আমার জায়ার আগে থেকেই হিন্দু দেবতা রামের জন্মস্থানকে ঘিরে বিতর্ক দানা বাঁধে ১৯৯২ সাল থেকে, যখন এক দল হিন্দু জনতা বাবরি মসজিদ নামে ষোড়শ শতকের একটি মুসলিম ধর্মস্থান ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। মসজিদ-বিরোধীরা বরাবরই দাবি করে এসেছে যে, হানাদাররা একটি মন্দির ধ্বংস করে তার ধংসস্তূপের উপর এই মসজিদটি খাড়া করেছিল। ১৯৯২ সালে এই মসজিদটির ধ্বংসসাধন দেশ জুড়ে ব্যাপক দাঙ্গা সৃষ্টি করে এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের আগুনে অন্তত ২০০০ মানুষ নিহত হন। সেই থেকেই হিন্দুদের তরফে মসজিদের ধ্বংসস্তূপের উপরেই রামজন্মভূমি মন্দির বানানোর দাবি উঠতে থাকে আর মুসলিমরা বাবরি মসজিদ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার দাবি জানায়।তবে এই জমিটি নিয়ে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ এবং উত্তেজনা আরও অনেক আগে থেকেই ছিল, বস্তুত কয়েক শতাব্দী ধরেই ছিল। আধুনিক যুগের ইতিহাসে বিতর্কিত জমিটি ঘিরে সাম্প্রদায়িক গোলমালের প্রথম লিখিত বিবরণ ১৮৫৩ সালের, যখন অবধ-এর শাসক ছিলেন শাহ।তবে আমি রাম মন্দির দেকে নিজেকে যতোটুকু দেখে উপলব্ধি করতে পেরেছি, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আজ আমার লেখায় প্রকাশ পাবে।

হিন্দু তীর্থস্থান বানারস থেকে ১৯০ কি.মি. দূরে অযোধ্যা। লক্ষ্ণৌর দূরত্ব ১৩৫ কি.মি। বানারস থেকে বাসে অযোধ্যা পৌঁছতে সময় লাগে ৪ ঘণ্টা। কলকাতার হাওড়া থেকে রাতের দুন এক্সপ্রেস সকালে পৌঁছে বানারসে। সেই ট্রেনই অযোধ্যা পৌঁছে দেয়। অযোধ্যায় যদি কেউ রাত কাটাতে চান তাহলে উত্তর প্রদেশ পর্যটন বিভাগের বাংলোতে ওঠাই ভালো। এটি অযোধ্যা স্টেশন রোডে অবস্থিত। অযোধ্যা শহরে কখনও একা যাওয়া ঠিক নয়, এক সঙ্গে দু'জন কিংবা আরও বেশি যাওয়াই নিরাপদ। একা পেয়ে সন্ন্যাসী ও সাধুরা কখন যে কোন বিপদে ফেলে দেবে তা বলা মুশকিল। আমি দুই হাজার আট কি নয় সালে পৌছালাম ফৈজাবাদ, সাংবাদিকতাতেই আমি সেই সময় নবীন। সেখানে গিয়ে জানতে পারলাম। ফৈজাবাদ থেকে অযোধ্যার দূরত্ব মাত্র ৮ কিলোমিটার।পরদিন সকালেই ছুটলাম অযোধ্যা দেখতে। সাধারণ মানুষের কথায় জানলাম, ভগবান রামচন্দ্রের জন্ম এই অযোধ্যা নগরীতেই।এই নগর নির্মাণ করেছিলেন দেবতারা। সূর্য বংশীয় রাজা রামচন্দ্রের রাজধানী ছিল অযোধ্যা। মিনিবাস চালক আমাকে নিয়ে এলেন রেল স্টেশনের কাছে। নির্জন স্টেশন। গৃহস্থ মানুষ চোখে পড়েনি একজনও, শুধু সাধু-সন্ন্যাসীদেরই স্টেশনের আশপাশে ঘোরাঘুরি করতে দেখলাম।স্টেশনের কাছেই প্রাচীন একটি মন্দির। বেশকিছু হনুমানও দেখলাম। একজন এসে বললো, জিনিসপত্র খুব সাবধানে রাখবেন, হনুমান ও বানরের উৎপাত রয়েছে। স্টেশন থেকে অযোধ্যা শহরে যাবার জন্য রয়েছে অটোরিকশা ও টাঙা। হেঁটেও যাওয়া যায়। এই অযোধ্যায় স্টেশনের কাছেই নির্জন পরিবেশে থাকার জন্য রয়েছে উত্তর প্রদেশ পর্যটনের পর্যটন আবাসন এবং স্টেশনে রিটায়ারিং রুম। খাবারের জন্য প্রচুর হোটেল থাকলেও এ শহরে মাছ-মাংস একদম চলে না। পেঁয়াজ ছাড়া সবজি রান্না হয়।শহরে সাধারণ বাড়ির সংখ্যা খুবই কম। যা কিছু আছে সবই মন্দির ও আখড়া। এ শহরে মন্দিরের সংখ্যা ৮ হাজার। মন্দির দেখতে দেখতে মনে হলো, এ যেন মন্দিরের শহর। গাইডের মুখে শুনলাম, শুধু হিন্দুদের মন্দিরই নয়, আছে জৈন এবং বৌদ্ধদের মন্দিরও। বেশ কিছু মসজিদ থাকলেও দেখে মনে হয়, পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। জৈনদের ২৬ জন তীর্থঙ্করের মধ্যে পাঁচজন এই শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার মধ্যে অন্যতম আদিনাথ। বুদ্ধদেব এই অযোধ্যায় ১৫টি গ্রীষ্ম অতিবাহিত করেছিলেন বলে বৌদ্ধদের বিশ্বাস। বাল্মীকি মুনি অযোধ্যাকাণ্ডে যেসব ঘটনার উল্লেখ করেছেন তার টুকরো টুকরো ছবি রয়েছে এই অযোধ্যায়। যা আমাদের ঘুরিয়ে দেখানো হলো। এখানে দেখা সবকিছু শেষ হলো না। ঘুরতে ঘুরতে চলে এলাম বিশাল বিশাল বাড়ির সামনে, বাড়ির গায়ে লেখা আছে রাম জন্মভূমি। দেখে মনে হলো লোকটি গাইড, গাইড জানালেন, অনেকেই দাবি করেন এখানেই রামের জন্মভূমি। তবে কোন বাড়িতে রাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন তা বলা মুশকিল। তবে রামকোর্টের বিতর্কিত অঞ্চলটি রাম জন্মভূমি বলে পরিচিত। তবেই এখানকার মন্দির বা মসজিদে দেখলাম কয়েকটি করে গম্বুজ। ভেতরে প্রবেশ করতে দু'টি ফটক পার হতে হয়। গাইড আমাদেরকে নিয়ে এলো ওখানে। দেখলাম, দুই ফটকের মাথার উপর লেখা আছে রাম জন্মভূমি। রামকোর্টের কাছে কনক ভবন। বিশাল রাজভবন এটি। মোগল স্থাপত্যের ছাপ রয়েছে এখানে। দ্বিতল সাদা রংয়ের এ বাড়ির দেয়ালে লেখা দেখলাম শ্রী কনক ভবন অযোধ্যাজী। অন্যদিকে সুচিত্রা ভবন দেখতে গিয়ে বেশ ভালই লাগলো। বাবরি মসজিদের ডানদিকেই এই সুমিত্রা ভবন। স্টেশন থেকে মাত্র ২ কি.মি. দূরে নিয়ে যাওয়া হলো আমাদের। ওখানে দেখলাম, একটি প্রাচীন মন্দির। কথিত আছে, মহারাজ কুশ এই মন্দির তৈরি করেছিলেন।মন্দিরের ভেতরে আমি ঢুকতে চাইলে একজন সন্ন্যাসী বাধা দিলেন। বললেন, ওখানে কয়েকশ' বিষধর সাপ বাস করে। ওদের কাজ সাধারণ মানুষ দেখা মাত্রই তাদেরকে দংশন করা। যতোই হরিবোল বলে জপ করিস না কেন, কাজ হবে না। ওখানে ঢুকলে সাপের দংশনেই তোমার মরতে হবে।এই কথাগুলো শুনে আমার মনের ভিতরে ভয়ে কেঁপে উঠলো আমি আর ভিতরে প্রবেশ করলাম না। এখান থেকে বেরিয়ে এবার মিনিবাসে করে পৌছালাম মনি পর্বত । এই পর্বত নিয়ে নানা বিশ্বাস। লক্ষ্মণ আহত হলে হনুমান হিমালয়ে গিয়ে সঞ্জীবনী ওষুধ খুঁজে না পেয়ে পাহাড়টিকে মাথায় করে নিয়ে আসেন। অযোধ্যার উপর দিয়ে যাবার সময় তিনি বিশ্রাম নিয়েছিলেন এই পাহাড়ে। এখানে পাথর দিয়েই তৈরি হয়েছিল রামকোর্টের মন্দির।রামেরা চার ভাই সকাল বেলা প্রতিদিন দাঁতন করতে যেতেন একটি পুকুরে, সেই স্থানটি এখন দাঁতন ক্ষেত্র নামে পরিচিত। ওখানে দেখলাম, পুকুরের চারপাশে চারটি থামের ওপর চার ভাইয়ের নাম লেখা। আছে সীতার রান্নাঘর। আমরা এসব দেখে দেখে তো রীতিমতো থ খেয়ে গেলাম। তুলসী স্মারক ভবনটি দেখে জানলাম, তুলসী দাস অযোধ্যার এই ভবনে বসেই রচনা করেছিলেন তার অমর সৃষ্টি।তুলসী স্মারক ভবনকে তুলসী চৌরাও বলা হয়। রামচরিত মানসের সৃষ্টিকারী তুলসী দাস স্ত্রীর সঙ্গে অভিমান করে বানারস চলে আসেন। সেখান থেকে এলেন এই অযোধ্যায়। তুলসী স্মারক ভবনে এখন বসেছে মন্দির। আমি এখানকার গাইডকে একটি টিলা ঘুরে আসার কথা বলতেই গাইড বাধা দিলেন। জানালেন, টিলার পরেই একটি বট গাছ আছে তার পাশেই শ্মশান ঘাট। দিনে দুপুরেও ওখানে যাওয়া নিরাপদ নয়। ওখানে নাকি আগুন জ্বলে আর নেভে। ওখানে নাকি ভূত-পেত্নি থাকে। তাই আমাদের আর যাওয়া হলো না দূরের বটগাছ আর টিলার কাছে।নতুন স্থান পরিবেশ পরিচিতি আমার সব অচেনা, সব কথার ভিতরে আমাকে যেন কিরকম স্তব্ধতার মতন থেমে যেতে হচ্ছিল।এদিকে দুপুর গড়িয়ে প্রায় বিকেল নেমে এসেছে। গাড়ি থেকে রামলীলা ময়দানটি খুবই সুন্দর সাজানো গোছানো মনে হলো। এর পাশেই সরযু নদী। তুলসী উদ্যান, নয়াঘাট, গুরুদ্বার, ব্রহ্মকুণ্ড, অমাব্য, মন্দিরও দেখানো হলো আমাদেরকে। এখানকার সরযু নদী গঙ্গার মতোই পবিত্র। ঘাট বাঁধানো। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ পূণ্য করার জন্য আসেন এখানে। এখানকার রামঘাটে রামচন্দ্রকে সৎকার করা হয়েছিল বলে এলাকা স্থানীয়

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

'হায়দার' সিনেমায় কেন পারিশ্রমিক পাননি শাহিদ?

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ২০০৩ সালে অভিনেতা হিসেবে বলিউডে আত্মপ্রকাশ করেন শাহিদ কাপুর। তার আগে অবশ্য 'দিল তো পাগল হ্যায়', 'তাল'-এর মতো ছবিতে কারিশমা কাপুর, মাধুরী দীক্ষিত ও ঐশ্বরিয়া রাইয়ের মতো তারকাদের ব্যাকগ্রাউন্ড ড্যান্সার হিসেবে কাজ করেছেন।

অভিনেতা পঙ্কজ কাপুরের ছেলে হওয়া সত্ত্বেও বলিউডে সুযোগ পাওয়ার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সুবিধা পাননি শাহিদ। নিজের পরিশ্রমের মাধ্যমে বিনোদন জগতে নিজের জায়গা তৈরি করেছিলেন তিনি। আদ্যোপান্ত প্রেমের ছবি 'ইশ্‌ক'-এ অভিনেতা হিসেবে অভিষেক হয় তার।

প্রথম দিকে 'জব উই মেট'-এর মতো রোমান্টিক ছবির সুবাদে বলিউডে 'চকোলেট বয়' তকমা পেলেও সময়ের সঙ্গে নিজেকে বার বার ভেঙেছেন ও গড়েছেন শাহিদ। অভিনয় করেছেন 'কামিনে', 'হায়দার'-এর মতো ছবিতেও। ক্রমশ নিজের জাত চিনিয়েছেন অভিনেতা। নিজের দক্ষতার উপর ভর করে ধীরে ধীরে দরও বাড়িয়েছেন। তবে এক সময় ছবিতে কাজ করার লোভে পারিশ্রমিক পর্যন্ত নেননি শাহিদ।

২০০৯ সালে বিশাল ভরদ্বাজের সঙ্গে 'কামিনে' ছবিতে কাজ করেন শাহিদ। ছবির জনপ্রিয়তা ও সাফল্যের দৌলতে 'চকোলেট বয়' তকমা থেকে বেরিয়ে এসে নিজেকে বহুমুখী অভিনেতা হিসেবে তুলে ধরেন তিনি। বিশাল ও শাহিদের পরিচালক-অভিনেতা জুটিও প্রশংসিত হয়েছিল সেই সময়। তার বছর পাঁচেক পরে ২০১৪ সালে 'হায়দার' ছবিতে কাজ করেন শাহিদ।

বিশাল পরিচালিত ওই ছবিতে শাহিদের অভিনয় নজর কেড়েছিল সিনে-সমালোচকদের। পরীক্ষামূলক এক বিষয় নিয়ে ছবি, তাও আবার বিতর্কিত প্রেক্ষাপটে। ছবির বাজেট নিয়ে টানাটানি ছিল বেশ।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে শাহিদ জানান, 'হায়দার'-এ কাজ করার জন্য পারিশ্রমিক নেননি তিনি। শাহিদ বলেন, 'ছবির যা বাজেট ছিল, তাতে আমাকে পারিশ্রমিক দেওয়া সম্ভব ছিল না নির্মাতাদের পক্ষে। কিন্তু ছবির বিষয়টা আমার খুব ভালো লেগেছিল। তাই আমি তখন পারিশ্রমিক নিয়ে ভাবিইনি। তবে ওই এক বারই আমি বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করেছিলাম। আর নয়...সংসারও চালাতে হবে তো!'

পোশাক নিয়ে মন্তব্য করায় রেগে গেলেন উরফি

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রায়ই আলোচনায় থাকেন ভারতীয় অভিনেত্রী উরফি জাভেদ। বিশেষ করে নিজের খোলামেলা এবং উদ্ভট পোশাকের জন্য হরহামেশাই খবরের শিরোনামে থাকেন তিনি। কেউ কেউ তার ফ্যাশনের প্রশংসা করেন। তবে বেশিরভাগ মানুষই তার খোলামেলা পোশাকের বিরুদ্ধে। অনেকে উরফির বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ারও দাবি তোলেন।

অবশ্য সমালোচনা নিয়ে উরফি কখনই বিশেষ মাথা ঘামাননি। নিজের আজব ফ্যাশন বজায় রেখেছেন।

সম্প্রতি সবুজ রঙের পিঠখোলা পোশাক পরে বিমানবন্দরে গিয়েছিলেন উরফি। তা দেখেই এক ব্যক্তি মন্তব্য করেন 'এই ধরনের পোশাকে তুমি দেশের সম্মানহানি করছ।'

এ কথা শুনেই মেজাজ হারান উরফি। তাকে চিৎকার করে বলতে থাকেন 'তোমার বাপের কী?' পরিস্থিতি বেগতিক দেখে উরফির সঙ্গে থাকা এক নারী তাকে টানতে টানতে দূরে নিয়ে যান। পরে তা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।

'সিংহাম'র মতো সিনেমা সমাজে ভুল বার্তা দিচ্ছে'

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : মাত্র এক সপ্তাহ আগেই 'সিংহাম' সিরিজের নতুন ছবির ঘোষণা দিয়েছেন রোহিত শেট্টি। 'সিংহাম এগেইন' সিনেমায় একসঙ্গে অভিনয়ের কথা রয়েছে অজয় দেবগন, অক্ষয় কুমার ও রণবীর সিংয়ের। ঘটা করে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে সিনেমার মহরতের অনুষ্ঠানও করেছিলেন তিনি। কিন্তু ১ সপ্তাহ কাটতে না কাটতেই রোহিত শেট্টির সিনেমা নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন মুম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি গৌতম প্যাটেল।

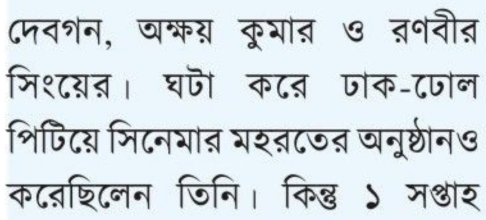

তিনি বলেন, 'সিংহাম'র মতো ছবিগুলো ব্লকবাস্টার হলেও ভুল বার্তা দিচ্ছে সমাজকে। এসব ছবিগুলোতে দেখানো হচ্ছে পুলিশের চরিত্র কোনো রকম প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে না গিয়েই তাৎক্ষণিক শাস্তি দিয়ে দিচ্ছে। আর পর্দায় সেসব দেখেই লোকজন ধৈর্য হারাচ্ছেন। বিচার প্রক্রিয়ার উপর আস্থা হারাচ্ছেন।

ইন্ডিয়ান পুলিশ ফাউন্ডেশন ডে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বিচারপতি গৌতম প্যাটেল এমন মন্তব্য করেন।

তার কথায়, কোনো সিনেমায় বিচারকদের ভীরু, মোটা চশমা এবং প্রায়শই খুব খারাপ পোশাক পরিহিত হিসেবে দেখানো হয়। অন্যদিকে পুলিশদের নম্র-ভদ্র হিসেবে দেখানো হয়। যারা আদালতের বিরুদ্ধে দোষীদের ছেড়ে দেওয়ার অভিযোগ তোলে। বিষয়টা হচ্ছে, হিরো পুলিশই যেন সেখানে বিচারপতি।

তিনি আরও বলেন, 'সিংহাম' সিনেমার ক্লাইম্যাক্সে দেখানো হয় গোটা পুলিশ ফোর্স মিলে এক রাজনীতিককে ধরছেন। যে চরিত্রে ছিলেন প্রকাশ রাজ। আর সেখানে বার্তা যাচ্ছে যে, এবার ন্যায়বিচার হলো। কতটা ভয়ানক এই মেসেজটা সমাজের জন্য কেউ ভেবেছেন? এত অধৈর্য হওয়ার কী আছে? ন্যায় বিচারের একটা পদ্ধতি আছে। সেটা ধীর গতিতে হলেও। একজন ব্যক্তির স্বাধীনতায় হঠাৎ হস্তক্ষেপ করা যায় না নিয়মানুসারে। শর্টকাট নেওয়ার কিছু নেই।

সালমানকে অশ্লীল ভাষায় আক্রমণ করলেন সোমি আলি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সম্প্রতি সালমান খানকে নিয়ে নানা বিতর্কিত কথা বলে খবরের শিরোনামে উঠে এসেছেন সাবেক অভিনেত্রী, বর্তমানে সমাজকর্মী সোমি আলি। সাম্প্রতিক সময়ে সাবেক প্রেমিক সালমান খানের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক নানা মন্তব্য করে বিতর্কে জড়িয়েছেন তিনি। সলমান খানের বিরুদ্ধে অশ্লীল ভাষায় একটি পোস্ট করেন সোমি আলি। পোস্টটি মুহূর্তের মধ্যে ভাইরাল হয়ে যায়, তবে সোমি জানিয়েছেন যে- এটি তিনি লেখেননি।

সোমি বলেন, আমি কোনো অবমাননাকর পোস্ট করিনি। আমার শেষ পোস্টটি ছিল পূজা উৎসবের ছবি, যে উৎসবটি আমি বরাবর পালন করি। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে উৎসবের উৎসাহ দেখে আমি অনলাইনে আমার অনুভূতি শেয়ার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। দুর্ভাগ্যবশত, এর আগেও আমার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউনটটি বেশ কয়েকবার হ্যাক হয়েছে, তাই এই ঘটনা অবাক হওয়ার মতো কিছু নয়। আমি আমার অ্যাকাউন্টটি আরও সুরক্ষিত করার জন্য আমার সমস্ত পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করেছি ও পদক্ষেপ নিয়েছি।

সোমি আরও বলেন, আমি কখনও সোশ্যাল মিডিয়ায় এমন কোনও ব্যবহার করব না যেটা আমার বা আমার সংস্থার মানহানি হয়। এই সময়ে দাঁড়িয়ে ডিজিটাল ল্যান্ডস্কেপে প্রোফাইল হ্যাক হওয়া কোনও বিশেষ ব্যাপার নয়। যারা ইন্টারনেট স্যাভি তাঁরা জানবেন যে এটা খুব সহজেই এখন ঘটে যায়। যারা আমাকে জানেন, আমাকে সাপোর্ট করেন, তাঁদের আমি প্রশংসা জানাই।

র‍্যাঙ্কিংয়ে ভারতের
ঐতিহাসিক মাইলফলক

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : অস্ট্রেলিয়াকে পাঁচ উইকেটে হারানোর সঙ্গে সঙ্গেই ওয়ানডে ক্রিকেটে ক্রমতালিকায় এক নম্বরে উঠে গেছে ভারত। টেস্ট এবং টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে আগেই এক নম্বর দল ছিল তারা। শুক্রবার জেতার পর সব ধরনের ক্রিকেটেই এক নম্বরে উঠে ঐতিহাসিক মাইলফলক অর্জন করল ভারত।

ক্রিকেটে এর আগে একটি মাত্র দল এই নজির গড়তে পেরেছিল। ২০১২ সালে সব ধরনের ক্রিকেটে এক নম্বর হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের সিরিজ খেলছে ভারত। এর মধ্যে মোহালিতে প্রথম ম্যাচ জিতে নিয়েছে তারা। ব্যাটে, বলে দাপট দেখিয়েছে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, হার্দিক পান্ডিয়াবিহীন ভারত। এই বছরই টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল এই দুই দল। সেখানে ভারতকে হারিয়ে দিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু টেস্টের ক্রমতালিকায় এক নম্বর দলের জায়গা ধরে রেখেছে ভারত। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটেও ধারাবাহিকতা দেখিয়েছে তারা।

এশিয়া কাপের ফাইনালে জিতে ক্রমতালিকায় দু'নম্বরে উঠে এসেছিল ভারত। শুক্রবার পাকিস্তানকে (১১৫) সরিয়ে এক নম্বর দল হলো তারা। ১১৬ পয়েন্ট রয়েছে ভারতের। তৃতীয় স্থানে অস্ট্রেলিয়া। তারা রয়েছে ১১১ পয়েন্টে।

বিশ্বকাপে এক নম্বর দল হিসেবে খেলার সুযোগ রয়েছে ভারতের কাছে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজ জিততে পারলে এক নম্বর দল হিসেবে থেকে যাবে ভারত। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার কাছে এক নম্বর হওয়ার সুযোগ ছিল। ভারতকে যদি ৩-০ ব্যবধানে হারিয়ে দিত অস্ট্রেলিয়া, তাহলে প্যাট কামিন্সদের দল শীর্ষ স্থান পেয়ে যেত। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া যদি পরের দু'টি ম্যাচ জিতে যায় তাহলে পাকিস্তান একদিনের ক্রিকেটে এক নম্বর হয়ে যাবে। অর্থাৎ এক নম্বর দল থাকতে আর একটি ম্যাচ ভারতকে জিততেই হবে।

আমিরকে নিয়ে যা বলছে পিসিবি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : নানা নাটকীয়তার পর অবশেষে ঘোষণা করা হয়েছে পাকিস্তানের বিশ্বকাপ স্কোয়াড। এশিয়া কাপের দলটাই কিছু পরিবর্তন করে বিশ্বকাপের জন্য সাজিয়েছে পাকিস্তান। তবে চোটের কারণে দলে রাখা হয়নি নাসিম শাহকে। গুঞ্জন ছিল মোহাম্মদ আমির আবার ফিরবেন। নাসিমের বদলি হিসেবে তাকে দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনাই ছিল সবচেয়ে বেশি। তবে আমির ফেরেননি। নাসিমের বদলে দলে ডাকা হয়েছে হাসান আলীকে। এরপরেই নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে, তবে কি পাকিস্তান ক্রিকেটে আমির অধ্যায় শেষ হয়ে গেল? আর কখনোই কি সবুজ জার্সিতে মাঠ মাতাবেন না এই ফাস্ট বোলার। ভক্তদের এমন অবস্থানে অবশ্য আশার আলো দেখিয়েছেন পাকিস্তানের প্রধান নির্বাচক ইনজামাম উল হক। পাকিস্তান ক্রিকেটে আমিরের অবস্থান এখনও ফুরিয়ে যায়নি বলেই উল্লেখ করেছেন সাবেক এই অধিনায়ক। তবে এর জন্য খানিকটা শর্তও জুড়ে দিয়েছেন তিনি। ২২ সেপ্টেম্বর লাহোরে সংবাদ সম্মেলনে ইনজামাম বলেন, 'সবাই জানে যে আমির খুব ভালো ক্রিকেটার। সে অবসর নিয়েছিল। কিন্তু সে যদি পাকিস্তানের হয়ে খেলতে চান, তাহলে তার জন্য দরজা খোলা আছে।'

তবে এজন্য কিছুটা শর্তও যোগ করেছেন ৯২ এর বিশ্বকাপ জেতা এই ক্রিকেটার। তার ভাষ্য, কেউ যদি জাতীয় দলে অন্তর্ভুক্ত হতে চায়, তাদের ঘরোয়া লিগে ভাল পারফর্ম করতে হবে, 'যদি কোনো খেলোয়াড় পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করতে চায়, তাদের প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে পারফর্ম করা উচিত। তারা যদি তাতে পারফর্ম করে, তবে তারা যেই হোক না কেন, এমনকি মোহাম্মদ আমিরকে বিবেচনা করা হবে।'

উল্লেখ্য, ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় প্রায় আড়াই বছর আগে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেন মোহাম্মদ আমির। পাকিস্তানের জার্সিতে ২০০৯ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এবং ২০১৭ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছেন এই পেসার।

বিশ্বকাপ বাছাই:
ভিনিসিউস-নেইমারকে নিয়ে ব্রাজিলের দল ঘোষণা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে প্রথম দুই ম্যাচেই জয় পেয়েছে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল। অক্টোবরে বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের পরবর্তী দুই ম্যাচের জন্য ফের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে কনফেডারেশন অব ব্রাজিল ফুটবল (সিবিএফ)। ভেনেজুয়েলা ও উরুগুয়ের বিপক্ষে ম্যাচের জন্য ২৩ সদস্যের স্কোয়াডে ইনজুরি কাটিয়ে ফিরেছেন রিয়াল মাদ্রিদের উইঙ্গার ভিনিসিউস জুনিয়র।

অক্টোবরের ১৩ ও ১৮ তারিখে বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের ম্যাচে যথাক্রমে ভেনেজুয়েলা ও উরুগুয়ের মুখোমুখি হবে ব্রাজিল। প্রথম ম্যাচটি নিজেদের মাটিতে হলেও দ্বিতীয় ম্যাচটি খেলতে উরুগুয়ে সফর করবে ফার্নান্দো দিনিজের দল। কঠিন এই পরীক্ষার জন্য ঘোষিত ২৩ সদস্যের দলে হ্যামস্ট্রিং ইনজুরি থেকে ফেরা ভিনিসিউস জুনিয়রকে জায়গা দিয়েছেন তিনি। এর আগে গত ২৫ আগস্ট সেল্টা ভিগোর বিপক্ষে ইনজুরিতে পড়ায় তিনি বলিভিয়া ও পেরুর বিপক্ষে ম্যাচ দুটি খেলতে পারেননি।

ব্রাজিল স্কোয়াড:

গোলরক্ষক: এডারসন (ম্যানসিটি), অ্যালিসন (লিভারপুল), লুকাস পেরি (বোতাফাগো);

ডিফেন্ডার: দানিলো (য়ুভেন্তাস), রেনান লদি (মার্শেই), গ্যাব্রিয়েল ম্যাগালহাস (আর্সেনাল), মার্কুইনিয়োস (পিএসজি), নিনো (ফ্লুমিনেন্স), ভেন্দারসন (মোনাকো), কাইও হেনরিক (মোনাকো);

মিডফিল্ডার: আন্দ্রে (ফ্লুমিনেন্স), ব্রুনো গুইমিরেস (নিউক্যাসল), ক্যাসেমিরো (ম্যান ইউনাইটেড), জোয়েলিনটন (নিউক্যাসল), রাফায়েল ভেইগা (পালমেইরাস), গারসন (ফ্লামেঙ্গো);

ফরোয়ার্ড: গ্যাব্রিয়েল জেসুস (আর্সেনাল), মাথিয়াস কুনহা (উলভারহ্যাম্পটন), নেইমার জুনিয়র (আল-হিলাল), রিচার্লিসন (টটেনহ্যাম), রাফিনিয়া (বার্সেলোনা), রদ্রিগো (রিয়াল মাদ্রিদ) এবং ভিনিসিউস জুনিয়র (রিয়াল মাদ্রিদ)।

ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে
কাকে ধন্যবাদ জানালেন সূর্যকুমার?

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : গত ১৫ সেপ্টেম্বর। এশিয়া কাপে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচ। ২৬ রানে ব্যাট করা সূর্যকুমার যাদব তখন ক্রিজে জমে গিয়েছেন। ঠিক এমন সময় টাইগার অধিনায়ক কিব আল হাসানকে সুইপ করতে গিয়ে বোল্ড হলেন তিনি। দলকে ডুবিয়েছিলেন আর সেই ম্যাচে হেরে গিয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। তবে সেই সূর্যকুমার বিশ্বকাপের আগে বদলে গিয়েছেন।

আরও কয়েক মাস পিছিয়ে যান। চলতি বছরের ১৭, ১৯ ও ২২ মার্চ। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিনটি একদিনের ম্যাচে সূর্যকুমার 'গোল্ডেন ডাক'-এর হ্যাটট্রিক করেছিলেন। টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটের শীর্ষে থাকা সূর্যকে নিয়ে উঠে গিয়েছিল প্রশ্ন। ৫০ ওভারের ফরম্যাটে তার মানসিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন কাধিক ক্রিকেট পণ্ডিত। সেই সূর্যকুমার এবার নিজেকে এবার বদলে ফেললেন।

চলতি অস্ট্রেলিয়া সিরিজের প্রথম ম্যাচে শুভমান গিল ও রুতুরাজ গায়কোয়াড় প্রথম উইকেটে ১৪২ রান যোগ করার পরেও ভারত দ্রুত কয়েকটি উইকেট হারায়। ১৮৫ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে তখন চাপে টিম ইন্ডিয়া। ঠিক সেই সময় পাল্টা লড়াই শুরু করে দেন লোকেশ রাহুল ও সূর্য। পঞ্চম উইকেটে দুইজন যোগ করেন ৮০ রান। এই ইনিংসে একটি সুইপ শট মারেননি সূর্যকুমার। বরং তার ইনিংসে ছিল ধৈর্য। আর সেখানেই ম্যাচ ঘুরে যায়। শেষ পর্যন্ত সূর্যকুমার একদিনের কেরিয়ারের তৃতীয় অর্ধ শতরান পূর্ণ করে ৪৯ বলে ৫০ রানে আউট হন। ভারত তখন ম্যাচের জয়ের দোরগোড়ায়।

সূর্যকুমার ম্যাচের শেষে চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, সম্ভবত এই প্রথমবার আমি গোটা ইনিংসে একটাও সুইপ শট খেলিনি। চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের কাছে থেকেই সেটা শিখেছিলাম।"

কিন্তু মন্ত্রে বদলে গেলেন সূর্যকুমার? শোনা যাচ্ছে এশিয়া কাপে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে উইকেট ছুড়ে আসার পর নাকি সূর্যকে নাকি বেশ বকাঝকা করেছিলেন হেড কোচ রাহুল দ্রাবিড় ও অধিনায়ক রোহিত শর্মা। তাকে কেন বিশ্বকাপের দলে রাখা হয়েছে সেটা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সূর্য বলেন, একদিনের ক্রিকেটে ক্যারিয়ার এভাবেই শুরু করার স্বপ্ন ছিল। দলের স্বার্থে ম্যাচ শেষ করে মাঠ ছাড়তে চেয়েছিলাম। সেটা পারিনি। অনেকবার ব্যর্থ হয়েছি। তবে এতবার ব্যর্থতার পর এবার সফল হলাম। সত্যি নতুন ভূমিকায় নিজেকে পেয়ে খুব আনন্দ হচ্ছে।

সামনেই বিশ্বকাপ। এর আগে ৫০ ওভারের ফরম্যাটে রানে ফেরা সূর্যর কাছে অবশ্যই স্বস্তি দেবে। তাই তিনি যোগ করেন, কেন এতবার ব্যর্থ হয়েছিলাম সেটা নিয়ে অনেক আলোচনা করেছি। প্রতিপক্ষ আমার চেনা। বোলারদেরও টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে মহড়া নিয়েছি। তবুও আমি দ্রুত রান তোলার জন্য তাড়াহুড়ো করতাম। ভুল করতাম। সেটা এবার বুঝেছি। আর তাই এবার ধৈর্য বজায় রেখে ব্যাট করেছি।

২০২০ সালে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে অভিষেকের পর থেকে দারুণ ছন্দে রয়েছেন সূর্য। ৫৩টি ম্যাচে তাঁর রান ১৮৪১। গড় ৪৬.০২। স্ট্রাইক রেট ১৭২.৭০। সঙ্গে রয়েছে ৩টি শতরান ও ১৫টি অর্ধশতরান। তবে ৫০ ওভারের ফরম্যাটে এখনও তেমন উত্তাপ ছড়াতে পারেননি এই মুম্বইকর। ২৮টি ম্যাচে তাঁর রান মাত্র ৫৮৭। গড় ২৫.৫২। স্ট্রাইক রেট ১০০.০০। ঝুলিতে মাত্র তিনটি অর্ধ শতরান। তবুও মারকুটে সূর্য কি কাপ যুদ্ধে নিজের নামের প্রতি সুবিচার করতে পারবেন? সেটাই দেখার অপেক্ষায় ক্রিকেট দুনিয়া।

আল নাসরের জয়ে
রোনালদোর জোড়া গোল

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : সৌদি প্রো লিগে রোনালদো ম্যাজিক চলছেই। প্রথম দুই ম্যাচে হারলেও এরপর থেকে টানা জিতে চলছে আল-নাসর। রোনালদো যোগ দেওয়ার পর থেকেই বদলে যেতে থাকে দৃশ্যপট। গত রাতে আল আহলির বিপক্ষে গোলবন্যার ম্যাচে জোড়া গোল করেন সিআরসেভেন। এতে করে ৭ গোলের ম্যাচে ৪-৩ গোলে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে আল নাসর।

রিয়াদের কিং সৌদ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে ম্যাচের ৪ মিনিটেই গোল করে আল নাসরকে লিড এনে দেন রোনালদো। সাদিও মানের নিচু শটে বাঁ পায়ের ছোঁয়ায় বল জালে জড়ান পাঁচবারের ব্যালন ডি'অর জয়ী এই ফুটবলার। এরপর ম্যাচের ১৭ মিনিটে লাপোর্তের অ্যাসিস্ট থেকে গোল করে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড অ্যান্ডারসন তালিস্কা। ৩০ মিনিটে আল আহলির পক্ষে ব্যবধান কমান ফ্রাঙ্ক কেসি। তবে বিরতিতে যাওয়ার আগে ফের লক্ষ্যভেদ করে ব্যবধান ৩-১ করেন তালিস্কা।

বিরতি থেকে ফিরেই পেনাল্টি থেকে গোল করে আল আহলিকে ম্যাচে ফেরান রিয়াদ মাহরেজ। তবে দুই মিনিট পরই রোনালদো নিজের দ্বিতীয় গোল আদায় করলে আল নাসর এগিয়ে যায় ৪-২ ব্যবধানে। ৮৭ মিনিটে আল আহলির ফেরাস আলব্রিকান ব্যবধান ৪-৩ করেন। তবে বাকি সময়টা পোস্ট সুরক্ষিত রেখে রোমাঞ্চকর জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে আল হিলাল।

এ জয়ের পর ৭ ম্যাচে ৫ জয়ে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার পাঁচে উঠে এসেছে আল নাসর। সমান ম্যাচে একই পয়েন্ট নিয়ে গোল ব্যবধানে পিছিয়ে থেকে ৬ নম্বরে আছে আল আহলি।

বিশ্বকাপ দলে আমিরের
না থাকার কারণ জানালেন ইনজামাম

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : পাকিস্তানের বিশ্বকাপ স্কোয়াড নিয়ে বেশ কয়েক দিনে ধরেই চলছে নানা জল্পনা। অবশেষে গতকাল শুক্রবার আনুষ্ঠানিকভাবে ১৫ সদস্যের স্কোয়াড ঘোষণা করেছেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) প্রধান নির্বাচক ইনজামাম উল হক। ৩ক্রিকেটার হিসেবে আমির দারুণ। সে অবসর নিয়েছে। যদি সে আবারও পাকিস্তানের জার্সিতে খেলতে চায় তাহলে সর্বপ্রথম তাকে ঘরোয়া ক্রিকেটে পারফর্ম করতে হবে। যদি আমির সেটি করতে পারে তাহলে অবশ্যই তাকে বিবেচনা করা হবে। কোনো ক্রিকেটারের জন্যই দরজা বন্ধ নেই।'

ইনজুরির কারণে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেছেন পেসার নাসিম শাহ। তার পরিবর্তে দলে ডাক পেয়েছেন হাসান আলি।

তবে গুঞ্জন ছিল নাসিমের পরিবর্তে বিশ্বকাপ দলে ডাক পাবেন পেসার মোহাম্মদ আমির। তবে শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপ দলে জায়গা হয়নি এই পেসারের। আমিরের প্রসঙ্গে ইনজামাম বলেন,

এশিয়া কাপে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচে কাঁধে চোট পাওয়াই এশিয়া কাপ থেকে ছিটকে গিয়েছিলেন নাসিম। শঙ্কা ছিল বিশ্বকাপ নিয়েও।

৮ মিনিটে তিন গোল,
৫ গোলের 'থ্রিলার' জিতল বার্সেলোনা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লা লিগায় নিজেদের মাঠে ৮০ মিনিট পর্যন্ত ২-০ ব্যবধানে পিছিয়ে ছিল বার্সেলোনা। মৌসুমের প্রথম হারটা নিশ্চিতই মনে হচ্ছিল। কিন্তু ৮ মিনিটের এক ঝড়ে ম্যাচের চেহারাই বদলে দিয়েছে জাভি হার্নান্দেজের দল।

রবার্ট লেভানডফস্কি জোড়া গোলে সমতা আনার পর জোয়াও কানসেলো এগিয়ে দিয়েছেন। যার ওপর ভর করে বেশির ভাগ সময় পিছিয়ে থাকা বার্সেলোনাই সেল্তাকে হারিয়েছে ৩-২ ব্যবধানে।

এই জয়ে লা লিগা পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে উঠে গেছে গতবারের চ্যাম্পিয়নরা। ৬ ম্যাচ শেষে বার্সার পয়েন্ট ১৬। এক ম্যাচ কম খেলা রিয়াল মাদ্রিদ ১৫ পয়েন্ট নিয়ে আছে দুইয়ে।

অলিম্পিক লুইস স্টেডিয়ামের ম্যাচটিতে ১৯ মিনিটে সেল্তাকে এগিয়ে দেন জর্গেন লারসেন। প্রথমার্ধে দুই দল মিলিয়ে হয়েছে এই একটি গোলই। দ্বিতীয়ার্ধে এক গোল শোধ দেওয়ার বদলে উল্টো আরও একটি গোল হজম করে বার্সেলোনা। ৭৬ মিনিটে সেল্তাকে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেন গ্রিক ফরোয়ার্ড তাসোস ডভিকাস। সেল্তার ডাগআউটে ছিলেন ২০০৩ সালে ভ্যালেন্সিয়ার হয়ে দুটি অ্যাওয়ে ম্যাচ জেতানো রাফা বেনিতেজ। ১৯৬৫ সালের পর কোনো কোচ বার্সেলোনায় টানা তিনটি অ্যাওয়ে না জিতলেও আজ মনে হচ্ছিল সেটি হয়ে যাবে।

কিন্তু ৮১ মিনিট থেকে শুরু হয় বার্সেলোনার রোমাঞ্চকর প্রত্যাবর্তন। জোয়াও ফেলিক্সের অ্যাসিস্ট থেকে বল জালে জড়ান লেভানডফস্কি। এর চার মিনিট পর পোলিশ স্ট্রাইকার স্কোরলাইন বানিয়ে দেন ২-২। ম্যাচে সমতা আনা গোলটিতে অ্যাসিস্ট করেন ফেলিক্সের স্বদেশি কানসেলো। ৮৯ মিনিটে গাভির দারুণ ক্রস কাজে লাগিয়ে পর্তুগিজ এই ডিফেন্ডারই বার্সেলোনাকে এগিয়ে দেন ৩-২ ব্যবধানে। যা শেষ পর্যন্ত ধরে রেখে ৩ পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়ে বার্সেলোনা।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR